জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক সম্মান কোর্সের ভর্তি নির্দেশিকা

৪ বছর মেয়াদী (সেমিস্টার পদ্ধতি)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১২-২০১৩

[জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল বিভাগ সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি

অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০০৫ সনের ২৮নং আইনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ সরকারি কলেজটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং ২০০৫ এর ২০ অক্টোবর একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ তারিখে উপাচার্য নিয়োগের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরু হয়। বিলুপ্ত সরকারি জগন্নাথ কলেজ ক্যাম্পাসের ১১.১১ একর (প্রায়) জমির উপর বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত।

১৮৬৮ সালে জগন্নাথ রায় চৌধুরী বর্তমান ক্যাম্পাসে জগন্নাথ স্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর এর খ্যাতি ও প্রসারে অনুপ্রাণিত হয়ে জগন্নাথ রায় চৌধুরীর পুত্র কিশোরী লাল রায় চৌধুরী ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এটিকে কলেজে রূপান্তরিত করেন। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষে ১৮৮৪ সালে জগন্নাথ স্কুলকে 'ঢাকা জগন্নাথ কলেজ'-এ উন্নীত করা হয়। ভারত উপমহাদেশে যে কয়টি বড় কলেজ স্বীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য সুপরিচিত, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ ছিল তার মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীতে ১৮৯৭ সালে শিক্ষা বিভাগের নির্দেশে স্কুল ও কলেজ শাখা পৃথক হয়ে যায় এবং স্কুলের নাম হয় 'কিশোরী লাল জুবিলী স্কুল' (বর্তমানে কে.এল.জুবিলী স্কুল)।

১৯২০ সালে ভারতীয় Legislative Council এ "Jagannath College Act" আইন পাস করে নথিভূক্ত করা হয়। ১৯২০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা উপলক্ষে ট্রাস্টি বোর্ডের অবসান ঘটে এবং অ্যাক্ট ১৬, ১৯২০-এর আওতায় জগন্নাথ কলেজের সমস্ত সম্পত্তি, দায়দেনার ভার স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কলেজটিতে স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ হয়ে যায় এবং এটি 'জগন্নাথ ইন্টারমেডিয়েট কলেজ' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর ২৮ বছর পর ১৯৪৯ সালে পুনরায় এখানে স্নাতক পাঠ্যক্রম শুরু হয়।

১৯৬৮ সালে জগন্নাথ কলেজকে 'সরকারি কলেজ' এ রূপান্তরিত করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে এখানে সম্মান ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু হয়। পরে এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর করা হয়। ১৯৮২ সাল থেকে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি বন্ধ করা হয়। ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি জগন্নাথ কলেজ এর শিক্ষা কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়।

বিলুপ্ত সরকারি জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ার পর উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ একাডেমিক কর্মকান্ড যেমন-একাডেমিক ও প্রশাসনিক, লাইব্রেরী উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, বই-পুস্তক ও জার্নাল সংগ্রহ, উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মকান্ডে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে Computerized System-এ ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫ অনুযায়ী ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল বিভাগে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ০৬টি অনুষদ, ২৮টি বিভাগ ও একটি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ সেন্টার রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৮,৭৪১ এবং শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৩২৫ জন। ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ এবং আইন অনুষদ নতুনভাবে সংযুক্ত হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ কোর্সে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১২-২০১৩

১. **জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ৪ বছর মেয়াদী ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ কোর্সে ভর্তির জন্য নিম্নোক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদন আহ্বান করছে। ২৭ আগস্ট থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ (যে কোন দিনে যে কোন সময়ে) পর্যন্ড় আবেদন করা যাবে। আবেদন ফি টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ মোট ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র যা টেলিটক প্রিপেইড মোবাইলের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।**

২. আবেদন করার সাধারণ যোগ্যতা

ক) যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ২০০৯ বা ২০১০ সালে এস.এস.সি./সমমান এবং ২০১১ বা ২০১২ সালে এইচ.এস.সি./সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

খ) প্রার্থীদের এস.এস.সি./সমমান ও এইচ.এস.সি./সমমান উভয় পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত জিপিএ বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, ভোকেশনাল, ডিপে-ামা ইন বিজনেস স্টাডিজ, ডিপে-ামা ইন কমার্স ও ডিপে-ামা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট শাখার জন্য ৭.৫ এবং অন্যান্য শাখার জন্য ৭.০, তবে এস.এস.সি./সমমান অথবা এইচ.এস.সি./সমমান কোন পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ ৩.০ এর নীচে নয়।

গ) জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় অন্ড়তঃ ৩টি বিষয়ে 'সি'-গ্রেড সহ ন্যূনতম ৫টি বিষয়ে উত্তীর্ণ এবং ২০১০ বা ২০১১ সনের 'এ' লেভেল পরীক্ষায় অন্ড়তঃ ২টি বিষয়ে 'সি'-গ্রেড সহ উত্তীর্ণ।

ঘ) **৪র্থ বিষয়সহ মোট জিপিএ গণনা করা হবে।**

৩. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া

ক) ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের জন্য একটি **টেলিটক প্রিপ্রেইড** মোবাইল ফোন থেকে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস করতে হবে।

খ) **একটি টেলিটক প্রিপ্রেইড মোবাইল** ফোনের মাধ্যমে মেসেজ অপশনে গিয়ে JNU লিখে, স্পেস দিয়ে এইচএসসি শিক্ষাবোর্ডের নামের প্রথম তিনটি অক্ষর লিখে, স্পেস দিয়ে এইচএসসি পরীক্ষার রোল নম্বর লিখে, স্পেস দিয়ে এইচএসসি পাশের সাল লিখে, স্পেস দিয়ে এসএসসি শিক্ষাবোর্ডের নামের প্রথম তিনটি অক্ষর লিখে, স্পেস দিয়ে এসএসসি পরীক্ষার রোল নম্বর লিখে, স্পেস দিয়ে এসএসসি পাশের সাল লিখে, স্পেস দিয়ে কাঙ্খিত ইউনিট এর কী-ওয়ার্ডটি (Key Word) লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস করতে হবে। ইউনিট সমূহের কী-ওয়ার্ডঃ বিজ্ঞান ও লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ-A, কলা ও আইন অনুষদ-B, বিজনেজ স্টাডিজ অনুষদ-C ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ-D.

উদাহরণঃ **JNU DHA 123456 2012 DHA 123456 2010 A** উদাহরণটি ঢাকা বোর্ডের এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের A ইউনিটের জন্য। এখানে ১২৩৪৫৬ এর জায়গায় যথাক্রমে আবেদনকারীর নিজের এইচএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষার রোল নম্বর দিতে হবে। কেউ ২০১১ সালে এইচএসসি পাশ করে থাকলে ২০১২ এর জায়গায় ২০১১ লিখতে হবে।

* **কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীর ক্ষেত্রে**

নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট কোটায় আবেদন করতে উপরের নিয়ম অনুযায়ী ১৬২২২ নম্বরে নিম্নরূপে এসএমএস করতে হবেঃ-

মুক্তিযোদ্ধা সন্ড়ান কোটা (FFQ)/ওয়ার্ড কোটা (WQ)/উপজাতি কোটা (TQ)/শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা (PDQ)

উদাহরণঃ **JNU DHA 123456 2012 DHA 123456 2010 A FFQ**

উদাহরণটি ঢাকা বোর্ডের এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের A ইউনিটের মুক্তিযোদ্ধা সন্ড়ান কোটা (FFQ)-এর জন্য।

বি :দ্র : কোটায় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের অবশ্যই SMS-এর মাধ্যমে আবেদনের সময় কোটা উলে- খ করতে হবে। পরবর্তীতে কোটায় অন্ড়র্ভুক্তির জন্য কোন আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

গ) বিভিন্ন বোর্ডের জন্য লিখতে হবে বরিশাল (BAR), চট্রগ্রাম (CHI), কুমিল-া (COM), ঢাকা (DHA), দিনাজপুর (DIN), যশোর (JES), মাদরাসা (MAD), রাজশাহী (RAJ), সিলেট (SYL), ভোকেশনাল (VOC), ডিপে-ামা ইন বিজনেস স্টাডিজ (DIB), ডিপে-ামা ইন কমার্স (DIC), ডিপে-ামা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (HBM)।

ঘ) উপরের এসএমএস টি পাঠানোর পর সকল তথ্য সঠিক হলে ফিরতি এসএমএস-এ আবেদনকারীর নাম, ভর্তি পরীক্ষার ফি ও একটি PIN জানিয়ে সম্মতি চাওয়া হবে। তখন ১৬২২২ নম্বরে আবেদনকারীকে আরেকটি এসএমএস পাঠিয়ে সম্মতি জানাতে হবে। সম্মতি জানানোর জন্য প্রথমে JNU লিখে, স্পেস দিয়ে YES লিখে, স্পেস দিয়ে **PIN নম্বর** লিখে, স্পেস দিয়ে আবেদনকারীকে যোগাযোগের জন্য নিজে ব্যবহার করতে পারে এমন যে কোন অপারেটর এর একটি **মোবাইল নম্বর** লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। উলে- খ্য, এসএমএস-এর ক্ষেত্রে Small বা Capital যে কোন letter ব্যবহার করা যাবে।

উদাহরণঃ JNU YES 654321 01XXXXXXXXX

এই উদাহরণের ৬৫৪৩২১ এর জায়গায় আবেদনকারীর নিজ **PIN নম্বর**টি বসাতে হবে। উলে-খ্য যে, সম্মতি জানিয়ে এসএমএস পাঠালেই কেবল আবেদনকারীর মোবাইল ফোন থেকে ভর্তি পরীক্ষার ফি ৩৫০/- টাকা কেটে নেয়া হবে, অন্যথায় কোন ফি কাটা হবে না।

ঙ) আবেদনকারীর টেলিটক প্রিপ্রেইড মোবাইলে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা থাকলে তা থেকে ভর্তি পরীক্ষার নির্দিষ্ট ফি কেটে নিয়ে একটি এসএমএস এর মাধ্যমে সাথে সাথেই ভর্তি পরীক্ষার রোল নম্বর জানিয়ে দেয়া হবে। **একবার এসএমএস করে আবেদন করলে তা আর প্রত্যাহার করা যাবে না**।

চ) লক্ষ্যণীয় যে, একটি টেলিটক মোবাইল ফোনের মাধ্যমে একাধিক আবেদন করা যাবে, তবে আবেদনের দ্বিতীয় ধাপে সম্মতি জানানোর সময় যোগাযোগের জন্য আবেদনকারী ব্যবহার করতে পারে এমন যে কোন অপারেটর-এর পৃথক পৃথক মোবাইল ফোন নম্বর দেয়া ভালো।

ছ) 'ও'/'এ' লেভেলের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে উপরের নিয়ম অনুযায়ী ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস করতে হবে। এক্ষেত্রে বোর্ডের নামের জায়গায় GCE লিখতে হবে।

উদাহরণঃ JNU GCE 123456 2011 A এখানে ১২৩৪৫৬ এর জায়গায় আবেদনকারীর A-level এর নিজ নিজ candidate নম্বরটি বসাতে হবে।

জ) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিদেশ থেকে এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে বোর্ডের নামের জায়গায় OTH লিখতে হবে।

উদাহরণঃ JNU OTH 123456 2012 A এখানে ১২৩৪৫৬ এর জায়গায় আবেদনকারীর শুধুমাত্র এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর/ডাটা বসাতে হবে।

৪. ভর্তি পরীক্ষার আসন বিন্যাস ও ভর্তি পরীক্ষার দিনে আবেদনকারীর করণীয়

ক) সফলভাবে আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ, সময় ও আসন বিন্যাস এসএমএস, **বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট** ও 'সময়' টিভি এর মাধ্যমে জানানো হবে।

খ) সফলভাবে আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার দিনে **এইচ.এস.সি./সমমান-এর মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও তার দুই কপি সত্যায়িত ফটোকপি** এবং **দুই কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি**র পেছনে পরীক্ষার্থীর নাম, SMS-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত রোল নম্বর বাংলায় ও ইংরেজিতে লিখে উক্ত ছবি দুটির প্রত্যেকটি পৃথকভাবে ফটোকপিকৃত রেজিস্ট্রেশন কার্ডের বাম দিকে উপরে স্ট্যাপলার পিন দিয়ে সংযুক্ত করে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপির উপরের অংশে উক্ত রোল নম্বর বাংলা ও ইংরেজিতে লিখতে হবে।

গ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী কর্তৃক আনিত এইচ.এস.সি./সমমান পরীক্ষার ফটোকপিকৃত (সত্যায়িত) দুইটি রেজিস্ট্রেশন কার্ডের একটি শিক্ষার্থীকে প্রবেশপত্র হিসেবে প্রদান করবে। অন্যটি পরীক্ষার হলে জমা রাখা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা সংরক্ষণ করবে।

৫। ভর্তি পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বন্টন

ক) বিভিন্ন ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

'A' ইউনিটঃ
- ♦ উচ্চ মাধ্যমিকে 'বিজ্ঞান' শাখার শিক্ষার্থীঃ i) পদার্থবিজ্ঞান, ii) রসায়ন, iii) জীববিজ্ঞান ও iv) গণিত; যাদের জীববিজ্ঞান অথবা গণিত বিষয় নাই তাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি;
- ♦ উচ্চ মাধ্যমিকে 'বিজ্ঞান' ব্যতীত অন্যান্য শাখার শিক্ষার্থীঃ i) বাংলা, ii) ইংরেজি ও iii) সাধারণ জ্ঞান;

'B' ইউনিটঃ
- ♦ i) বাংলা / এডভান্সড ইংরেজি (শুধুমাত্র জিসিই শাখার জন্য), ii) ইংরেজি ও iii) সাধারণ জ্ঞান;

'C' ইউনিটঃ
- ♦ উচ্চ মাধ্যমিকে 'ব্যবসায় শিক্ষা' শাখার শিক্ষার্থীঃ i) ইংরেজি, ii) গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা ও iii) হিসাববিজ্ঞান এবং ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ;
- ♦ উচ্চ মাধ্যমিকে 'ব্যবসায় শিক্ষা' ব্যাতীত অন্যান্য শাখার শিক্ষার্থীঃ i) ইংরেজি, ii) গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা ও iii) সাধারণ জ্ঞান;

'D' ইউনিটঃ
- ♦ i) বাংলা / এডভান্সড ইংরেজি (শুধুমাত্র জিসিই শাখার জন্য), ii) ইংরেজি ও iii) সাধারণ জ্ঞান।

খ) ভর্তি পরীক্ষার মোট নম্বর ৭২, সময় ১ ঘন্টা (অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্নসহ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)। 'A' ইউনিটে উচ্চ মাধ্যমিকে 'বিজ্ঞান' শাখার শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চারটি বিষয়ের প্রতিটিতে ১৮টি করে মোট ৭২টি, বিজ্ঞান শাখা ব্যতীত অন্যান্য শাখার শিক্ষার্থীদের এবং 'B', 'C', ও 'D' ইউনিটের প্রত্যেককে তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে ২৪টি করে মোট ৭২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, প্রতিটি প্রশ্নের মান ১.০০। প্রতি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

৬। **বিভিন্ন ইউনিটের অন্তর্ভূক্ত বিভাগসমূহ ও আসনসংখ্যা**

'A' ইউনিটঃ পদার্থবিজ্ঞান-১০০টি, রসায়ন-৭০টি, গণিত-৯০টি, পরিসংখ্যান-৯০টি, প্রাণিবিদ্যা-৮০টি, উদ্ভিদবিজ্ঞান-৮০টি, ভূগোল ও পরিবেশ-১০০টি, মনোবিজ্ঞান-১০০টি, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-৪০টি, মাইক্রোবায়োলজি এন্ড বায়োটেকনোলজি-৩৫টি, ফার্মেসী-২৫টি। **মোট আসন সংখ্যা-৮১০টি।**

'B' ইউনিটঃ বাংলা-১১০টি, ইংরেজি-১১০টি, ইতিহাস-১০০টি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি-১০০টি, ইসলামিক স্টাডিজ-১০০টি, দর্শন-১০০টি ও আইন-১০০টি। **মোট আসন সংখ্যা-৭২০টি।**

'C' ইউনিটঃ একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্-২২০টি, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ-২২০টি, মার্কেটিং-১১০টি, ফিন্যান্স-১৩০টি। **মোট আসন সংখ্যা-৬৮০টি।**

'D' ইউনিটঃ অর্থনীতি-১১০টি, সমাজবিজ্ঞান-১১০টি, সমাজকর্ম-৮৫টি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-১৪০টি, নৃবিজ্ঞান-৫০টি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা-৪৫টি। **মোট আসন সংখ্যা-৫৪০টি।**

৭। **ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি**

ইউনিট	তারিখ ও বার		সময়
A	১২-১০-২০১২	শুক্রবার	বিকাল ৩:০০-৪:৩০
B	১৯-১০-২০১২	শুক্রবার	বিকাল ৩:০০-৪:৩০
D	০৯-১১-২০১২	শুক্রবার	বিকাল ৩:০০-৪:৩০
C	২৩-১১-২০১২	শুক্রবার	বিকাল ৩:০০-৪:৩০

৮। **ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট (www.jnu.ac.bd) ও 'সময়' টিভি এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে।**

৯। **বিভিন্ন ইউনিটের অন্তর্ভূক্ত বিভাগসমূহ, বিভাগভিত্তিক ও শাখাভিত্তিক আসনসংখ্যা এবং ভর্তির শর্তাবলী**

'A' ইউনিট (বিজ্ঞান ও লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ)

বিভাগ	মোট আসন	শাখাভিত্তিক আসন		উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় সংশি- ষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন লেটার গ্রেড
		বিজ্ঞান	*অন্যান্য*	
পদার্থবিজ্ঞান	১০০	১০০	-	পদার্থবিজ্ঞান **'বি'** এবং গণিত **'সি'**
রসায়ন	৭০	৭০	-	রসায়ন **'বি'**, গণিত **'সি'** এবং পদার্থবিজ্ঞান **'সি'**
গণিত	৯০	৮০	১০	গণিত **'এ '**
পরিসংখ্যান	৯০	৮০	১০	গণিত **'বি'**/পরিসংখ্যান **'বি'**
প্রাণিবিদ্যা	৮০	৮০	-	জীববিজ্ঞান **'বি'**
উদ্ভিদবিজ্ঞান	৮০	৮০	-	জীববিজ্ঞান **'বি'**
ভূগোল ও পরিবেশ	১০০	৯০	১০	ভূগোল **'বি'** / পদার্থবিজ্ঞান **'সি'** / গণিত **'সি'**/ জীববিজ্ঞান **'সি'** / রসায়ন **'সি'**
মনোবিজ্ঞান	১০০	৭০	৩০	মনোবিজ্ঞান **'বি'** / জীববিজ্ঞান **'বি'** / গণিত **'সি'** / পরিসংখ্যান **'সি' /** ভূগোল **'সি'**
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০	৪০	-	পদার্থবিজ্ঞান **'বি'** এবং গণিত **'বি'**
মাইক্রোবায়োলজী এন্ড বায়োটেকনোলজী	৩৫	৩৫	-	জীববিজ্ঞান **'এ -'**
ফার্মেসী	২৫	২৫	-	রসায়ন **'এ'**, গণিত/ পদার্থবিজ্ঞান **'বি'** এবং জীববিজ্ঞান **'বি'**
মোট	**৮১০**	**৭৫০**	**৬০**	**-**

'B' ইউনিট (কলা ও আইন অনুষদ)

বিভাগ	মোট আসন	শাখাভিত্তিক আসন			উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় সংশি- ষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন লেটার গ্রেড
		মানবিক	*বিজ্ঞান*	*বাণিজ্য ও অন্যান্য*	
বাংলা	১১০	৭৫	২০	১৫	বাংলা (২০০ নম্বরের) পরীক্ষায় **'বি'**
ইংরেজি	১১০	৭০	৩০	১০	ইংরেজি (২০০ নম্বরের) **'এ -'**
ইতিহাস	১০০	৭৫	১৫	১০	ইতিহাস/বাংলা/ইংরেজি **'বি'**
ইস. ইতিহাস ও সংস্কৃতি	১০০	৭৫	১৫	১০	ইস.ইতিহাস/বাংলা/ইংরেজি **'বি'**
ইস. স্টাডিজ	১০০	৮০	১৫	৫	ইস. স্টাডিজ/বাংলা/ইংরেজি **'বি'**
দর্শন	১০০	৭৫	১৫	১০	দর্শন/বাংলা/ইংরেজি **'বি'**
আইন	১০০	৪০	৪০	২০	বাংলা ও ইংরেজি **'এ -'**
মোট	**৭২০**	**৪৯০**	**১৫০**	**৮০**	-

'C' ইউনিট (ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ)

বিভাগ	মোট আসন	শাখাওয়ারী আসন		উচ্চ মাধমিক/সমমানের পরীক্ষায় সংশি- ষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন লেটার গ্রেড
		বাণিজ্য	*অন্যান্য*	
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস	২২০	১৮৭	৩৩	একাউন্টিং/অর্থনীতি (দু পত্র)/ গণিত/ পরিসংখ্যান/বিজনেস স্টাডিজ **'বি'**
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ	২২০	১৮৭	৩৩	
মার্কেটিং	১১০	৯৩	১৭	
ফিন্যান্স	১৩০	১১৩	১৭	
মোট	**৬৮০**	**৫৮০**	**১০০**	-

'D' ইউনিট (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ)

বিভাগ	মোট আসন	শাখাভিত্তিক আসন			উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় সংশি- ষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড
		মানবিক	*বিজ্ঞান*	*বাণিজ্য ও অন্যান্য*	
অর্থনীতি	১১০	৮২	১৭	১১	অর্থনীতি/গণিত/পরিসংখ্যান/হিসাব বিজ্ঞান/বাণিজ্যিক ভূগোল **'এ -'**
সমাজবিজ্ঞান	১১০	৮২	১৭	১১	সমাজবিজ্ঞান/বাংলা/ইংরেজি **'বি'**
সমাজকর্ম	৮৫	৬৪	১৩	০৮	সমাজকল্যাণ/বাংলা/ইংরেজি **'বি'**
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১৪০	১১০	২০	১০	রাষ্ট্রবিজ্ঞান/বাংলা/ইংরেজি **'বি'**
নৃবিজ্ঞান	৫০	৩৭	০৮	০৫	বাংলা/ইংরেজি **'বি'**
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা	৪৫	৩৫	০৬	০৪	বাংলা/ইংরেজি **'এ'**
মোট	**৫৪০**	**৪১০**	**৮১**	**৪৯**	-

১০। মেধা তালিকা ও বিষয় মনোনয়ন

ক) **'A' ইউনিটঃ** উচ্চ মাধ্যমিকে "বিজ্ঞান" শাখার কোন পরীক্ষার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় সর্বমোট ৩০ নম্বর পেতে হবে তবে কোন বিষয়ে '৬' এর কম পেলে অকৃতকার্য বলে গণ্য হবে। উচ্চ মাধ্যমিকে "বিজ্ঞান" শাখা ব্যতীত অন্যান্য শাখার শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে সর্বনিম্ন '৮' সহ সর্বমোট ৩০ নম্বর না পেলে ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্তাবলীও প্রযোজ্য।

খ) B, C ও D ইউনিটের কোন পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে সর্বনিম্ন '৮' সহ সর্বমোট ৩০ নম্বর না পেলে ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্তাবলীও প্রযোজ্য।

গ) **মেধা তালিকা**ঃ সর্বমোট ১০০ নম্বর (ভর্তি পরীক্ষায় ৭২, মাধ্যমিক/সমমান রেজাল্টে ১২ ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান রেজাল্টে ১৬) ধরে সকল ইউনিটে শাখাওয়ারী পৃথক পৃথক মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং প্রত্যেক তালিকা থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক আসন পৃথক পৃথক ভাবে পূরণ করা হবে। কোন শাখায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে শর্তপূরণ সাপেক্ষে অন্য শাখা থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তি করা হবে।

ঘ) মেধাক্রম অনুযায়ী সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা প্রার্থীদের একটি 'বিষয় পছন্দ ফরম (Subject Choice Form)' পূরণ করতে হবে। এ সময় প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্র, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল সার্টিফিকেট ও নম্বরপত্র, ও ২কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। সাক্ষাৎকারের সময়সূচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট ও সংশি- ষ্ট অনুষদের নোটিশ বোর্ড থেকে জানা যাবে।

ঙ) প্রার্থীদের পূরণকৃত 'বিষয় পছন্দ ফরম' অনুযায়ী মেধাক্রমানুসারে বিষয় বরাদ্দ করে তালিকা প্রকাশ করা হবে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট ও সংশি- ষ্ট অনুষদের নোটিশ বোর্ড থেকে জানা যাবে। তালিকা অনুযায়ী প্রার্থীদেরকে সংশি- ষ্ট বিভাগে গিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

চ) নির্ধারিত তারিখে সাক্ষাৎকার ও 'বিষয় পছন্দ ফরম' পূরণের জন্য উপস্থিত না হলে মনোনয়ন দেওয়া হবে না।

ছ) সংশি- ষ্ট বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক নম্বরপত্র এবং সনদপত্রে প্রদত্ত নামের বানান একই রকম না হলে অথবা অন্য কোন গরমিল থাকলে কোন প্রার্থীকে ভর্তির অনুমতি দেয়া হবে না।

জ) মনোনীত বিষয়ে কোন প্রার্থী ভর্তি না হলে পরবর্তীকালে সে অন্য কোন বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে না।

১১. মনোনয়ন প্রাপ্তির পর প্রার্থীর করণীয়

ক) মনোনীত প্রার্থী সংশি- ষ্ট বিভাগে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করে বিভাগীয় অফিস থেকে 'পে-ইন স্লি- প' সংগ্রহ করবে এবং তাতে উলে- খিত টাকা অগ্রণী ব্যাংক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় জমা করে জমা রশিদসহ বিভাগীয় অফিসে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিয়ে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করবে।

খ) মনোনীত বিভাগে প্রার্থীকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় প্রার্থীর ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

গ) ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী আসন খালি ও যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে 'বিষয় পছন্দ ফরম' অনুযায়ী মেধানুসারে বিষয় পরিবর্তনের জন্য বিবেচিত হবে।

ঘ) 'বিষয় পছন্দ ফরম' অনুযায়ী প্রাপ্ত বিষয় (১ম ভর্তি/মাইগ্রেশন) কোনভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না।

১২. ভর্তির সময় প্রার্থীর করনীয়

ক) জমা দিতে হবে

১. বিভাগ থেকে সংগৃহীত ও হস্তলিখিত ভর্তি ফরম;

২. চার (০৪) কপি পাসপোর্ট এবং দুই (০২) কপি স্ট্যাম্প সাইজের রঙ্গিন ছবি;

৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা সমমানের পরীক্ষার মূল সার্টিফিকেট ও নম্বরপত্র, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং প্রত্যেকটির দু'টি (০২) করে ফটোকপি;

৪. ভর্তি পরীক্ষার মুল প্রবেশপত্র এবং এর দু'টি (০২) ফটোকপি; ও

৫. এইচএসসি/সমমান পরীক্ষা পাশ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র।

খ) বিভাগীয় সেমিনার, বিবিধ ও অন্যান্য ফি (যা কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত) জমা দিতে হবে। ছবি ও ফটোকপিগুলো সংশি- ষ্ট বিভাগের কোন শিক্ষক সত্যায়িত করবেন।

গ) ক্লাশ রুটিন, সিলেবাস ও পরিচয়পত্র বিভাগ থেকে প্রদান করা হবে।

ঘ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সেমিস্টার রুল অনুসারে ক্লাশ শুরুর পর ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে কোন ক্লাশে উপস্থিত না থাকলে সংশি- ষ্ট বিভাগ তার ভর্তি বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩. ওয়ার্ড / মুক্তিযোদ্ধার সন্তান / উপজাতি / প্রতিবন্ধী কোটা

মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তান/স্বামী/স্ত্রী ওয়ার্ড / উপজাতি কোটায় আবেদন করতে পারবে। কোটার আওতায় ভর্তির জন্য আবেদন করলে, ওয়ার্ড কোটার ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশি-ষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র, উপজাতি বা আদিবাসী কোটার ক্ষেত্রে স্ব স্ব উপজাতি প্রধান/ জেলা প্রশাসকের সনদপত্র এবং প্রতিবন্ধী কোটার ক্ষেত্রে সরকারের সংশি-ষ্ট বিভাগ / কর্তৃপক্ষ থেকে নিবন্ধন / প্রমাণপত্র অবশ্যই জমা দিতে হবে। কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাসহ অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। কোটায় ভর্তির হার নিম্নরূপঃ

(ক) মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ঃ ৫%
(খ) উপজাতি / প্রতিবন্ধী ঃ ১%
(গ) ওয়ার্ড ঃ ০.৫%

*** উলে-খ্য যে, '৩ এর খ' অনুযায়ী কোটায় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের অবশ্যই SMS-এর মাধ্যমে আবেদনের সময় কোটা উলে-খ করতে হবে। পরবর্তীতে কোটায় অন্তর্ভূক্তির জন্য কোন আবেদন বিবেচনা করা হবে না।**

১৪. বিবিধ

ক) ভর্তি প্রক্রিয়ার যে কোন স্তরে অনিয়ম/অযোগ্যতা ধরা পড়লে ভর্তি বাতিল করা হবে এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ) পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কোন অভিযোগ থাকলে পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

গ) ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ম নীতির যে কোন ধারা ও উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও সংযোজনের অধিকার ইউনিট কমিটি / জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

ঘ) ভর্তি সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যাই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট (www.jnu.ac.bd) এ পাওয়া যাবে।